

14287 - কবর য়িয়ারতের আদবসমূহ

প্রশ্ন

আমি যদি আমার পতির কবর য়িয়ারত করতে চাই; আমি কী করব? কবরস্থান য়িয়ারতের আদবগুলো কী কী? এমন কোন বিষয় আছে কী যগুলো রক্ষা করা উচিত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উপদেশ গ্রহণ করা ও আখরাতকে স্মরণ করার জন্য কবর য়িয়ারত করা শরিয়তে অনুমোদিত। শরত হলো কবরস্থান য়িয়ারতের সময় এমন কোন কথা বলা যাবে না যা রব্বকে রাগান্বিত করে। যমেন- আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির কাছে দোয়া করা, তার কাছে বপিদ দূর করার জন্য সাহায্য চাওয়া কিংবা কবরস্থ ব্যক্তিকে সত্যায়ন করা এবং তার জন্য জান্নাত অবধারতি মরমে নশ্চিতি করা ইত্যাদি।

কবর য়িয়ারতের উদ্দেশ্য দুইটি:

ক. য়িয়ারতকারী মৃত্যু ও মৃতদেরকে স্মরণ করে উপকৃত হওয়া এবং এটা জানা যে, সকলের চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। এটাই য়িয়ারতের প্রধান উদ্দেশ্য।

খ. মৃতব্যক্তির উপকার করা। সালাম দিয়ে, দোয়া ও ইস্তিগফার করে তার প্রতি ইহসান করা। এটি মুসলমানদের জন্য খাস। কবর য়িয়ারতের দোয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

(কবরবাসী মুমনি ও মুসলমিগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সাথে মিলিতি হব। আমি আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নরিপত্তার দোয়া করছি।)

দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করা জায়যে। যহেতেু আয়শো (রাঃ) এর হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পছন্দে বাররিককে পাঠালাম যাতে করে তিনি কীথায় যান তা দেখে। বাররি বলল: তিনি বাক্বী আল-গারক্বাদ (মদনিস্থ কবরস্থান)-এর দিকে গেলেন। তিনি বাক্বীর পাদদশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর দুই হাত তুললেন। এরপর চলে এলেন। বাররি আমার কাছে ফিরে এসে এটা জানাল। যখন ভোর হলো তখন আমি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেসে করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! গত রাত্রে আপনি কীথায় গিয়েছেন? তিনি বললেন: আমাকে বাকীতে পাঠানো হয়েছে; যাতে করে আমি তাদের জন্য দোয়া করি।

তবে দোয়া করার সময় কবরগুলিকে সামনে রাখবে না। বরং কাবাকে সামনে রাখবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবররে দিকে ফিরে নামায পড়তে নষিধে করছেন। আর দোয়া হচ্ছে- নামাযের মগজ; যা সুপরজ্জিগাত। সুতরাং নামাযের যা হুকুম দোয়ারও তা হুকুম। এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “দোয়াই হলো ইবাদত”। এরপর তিনি তলোওয়াত করেন: **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** (তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমার কাছে দোয়া কর; আমি তোমাদের দোয়ায় সাড়া দেব।) [সূরা গাফের, আয়াত: ৬০]

এছাড়া মুসলমানদের কবরগুলোর মাঝে জুতা নিয়ে হাঁটবে না। উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুসলমিরে কবররে উপর হাঁটার চয়ে আগুনরে অঙ্গাররে উপর কথিবা তরবারীর উপর হাঁটা কথিবা পা দিয়ে জুতা সলোই করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। বাজাররে মাঝখানে মল ত্যাগ করা, আর কবররে মাঝখানে মল ত্যাগ করা আমার কাছে উভয়টির মাঝে কোন পার্থক্য নাই।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৬৭)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে এবং মুসলমানদের মৃতব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দেন।